মাজরা পোকা দমনে করণীয়

রাজশাহী অঞ্চলে রোপা আমন ২০১৮ মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় মাজরা পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাজরা পোকা দমনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়-

- মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলা।
- মাজরা পোকার মথকে আলোক ফাঁদ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা।
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর মাজরা পোকার আক্রমণ হয় সেসব এলাকায় আমন ধান কাটার পর নাড়া চাষ/পুড়িয়ে কীড়া ও পুত্তলি নষ্ট করা যায়।

এছাড়া প্রতি বর্গ মিটারে ২-৩টি স্ত্রী মথ বা ডিমের গাঁদা অথবা গাছ মাঝারি কুশি অবস্থায় রোপনের ৪০ দিন পর থেকে) থোড় আসা পর্যন্ত ১০-১৫% মরা ডিগ অথবা ৫% মরা শিষ দেখা গেলে নিম্নেলিখিত গ্রুপের যে কোন কীটনাশক বা অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

কীটনাশকের গ্রুপ/জেনেরিক নাম	ট্রেড নাম	প্রয়োগ মাত্রা
কার্টাপ	১. সানটাপ ৫০এসপি	১.৫ কেজি/হেক্টর
	২. কেটাপ ৫০এসপি	১.৫ কেজি/হেক্টর
	৩. সিকোটাপ ৫০এসপি	১.৫ কেজি/হেক্টর
ফিপ্রোনিল	১. রিজেন্ট ৩ দানাদার	১০.০ কেজি/হেক্টর
	২. প্রিন্স ৫০এসপি	০.৫ লিটার/হেক্টর
	৩. প্রিন্স ৩ দানাদার	১০.০ কেজি/হেক্টর
ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল + থায়ামেথোক্সাম	১. ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউজি	৭৫ গ্রাম/হেক্টর
	২. ভিরতাকো ৬জিআর	৫.০ কেজি/হেক্টর
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	১. বেল্ট ২৪ডব্লিউজি	২০০ গ্রাম/হেক্টর
কার্বোসালফান	১. মার্শাল ২০ইসি	১.৫ লিটার/হেক্টর
	২. পিলারসুফান ২০ইসি	১.৫ লিটার/হেক্টর
ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল	১. ফার্টেরা ৪জি	১০.০ কেজি/হেক্টর
	২. কোরাজেন ১৮এসসি	১৫০ মিলি./হেক্টর
ক্লোরপাইরিফস	১. ডার্সবান ২০ইসি	১.০ লিটার/হেক্টর
	২. পাইরিফস ২০ইসি	১.০ লিটার/হেক্টর

কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, একই গ্রুপের কীটনাশক একই পোকা দমনের জন্য পর্যায়ক্রমে/প্রতি মৌসুমে ব্যবহার না করে বিভিন্ন গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

ধানের পোকা দমনের জন্য যে সমস্ত গ্রুপের কীটনাশক করা যাবে না-

- সাইপারমেথ্রিন
- আলফা-সাইপারমেথ্রিন
- ল্যামডা-সাইহেলোথ্রিন
- ডেলথামেথ্রিন
- ফেনভালারেট

কারণ এ সমস্ত গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহারে পোকার (Resurgence) ঘটে। এছাড়া যে কোন অনুমোদিত কীটনাশক। যেমন- ক্লোরপাইরিফস এর সহিত উপরে উল্লেখিত যে কোন গ্রুপের মিশ্রন ধানের পোকা দমনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- বিউটি, ক্যারাটে, কারফু, সাবসাইড, মিক্সার, ডেয়ার, এটম, কেনভস, সুপারফাস্ট, বর্ডার, দূর্বার, নাইট্রো ও আলটিমা ইত্যাদি।

(ড. শেখ শামিউল হক)
সিএসও (অঃ দাঃ) এবং প্রধান
কীটতত্ত্ব বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।